বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন নংঃ ৯৫৫২৪৯৬, ৯৫৫৯১৬৯
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬০০২১-২৫৫১/২২৫৭/২৪৯৯
email: dgmrsd@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

প্রকা/গবে ও পরি ৪৬(৫) অংশ-০১/২০১৯-২০২০/৬২৭ তারিখঃ ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ

০১। মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
০২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
০৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৩। ব্যবস্থাপক, সকল শাখা (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ শাখা থেকে সিআইবি ইনকোয়ারী প্রস্তাব ও ডাটাবেইজ প্রেরণে করণীয় নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

শাখা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত সিআইবি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অসম্পূর্ণ/ ত্রুটিপূর্ণ সিআইবি দ্বারা একদিকে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টাল থেকে রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয় তেমনি ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করাও দূরহ ব্যাপার। এমনকি ভুল ও অসম্পূর্ণ সিআইবি শাখায় ফেরত পাঠানো এবং পুনরায় শাখা কর্তৃক গবেষনা ও পরিসংখ্যান বিভাগে প্রেরণ করাটাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে ঋণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ার পাশাপাশি খেলাপী ঋন গ্রহীতাকে পুনরায় ঋণ প্রদানের আশংকা থেকে যায়। এ ধরণের জটিলতা ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করা হলেও অনেক শাখার সিআইবি ও ডাটাবেইজে প্রচুর ভুল পরিলক্ষিত হয় যা শাখা ব্যবস্থাপকের অবহেলার পরিচয় বহন করে। এতদ্প্রেক্ষিতে যে সমস্ত ভুল অবশ্যই বর্জণীয় এবং সঠিক ও নির্ভূল তথ্য প্রেরণে করণীয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো৪

০১। শাখা থেকে সিআইবি ইনকোয়ারী প্রেরণের সময় Database করা আছে এমন লোনসমূহে প্রদত্ত Borrower Code অবশ্যই দিতে হবে।
০২। ১০ ডিজিট সম্বলিত জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য নহে। অর্থাৎ ১৩/১৭ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ আবেদনকারীর/ গ্রহীতার ১০ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত ১৩/১৭ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকে তাহলে শাখার করণীয় ঃ

"বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে ১০ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র verify করে ১৭ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। আপনার শাখায় nid verify করার user id ও পার্সওয়ার্ড না থাকলে পার্শ্ববর্তী যে কোন শাখার সহযোগিতায়/ যোগাযোগ করে ১০ ডিজিটের nid নং ১৭ ডিজিটের nid নম্বরে রুপান্তর করে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় সিআইবি রিপোর্ট পেতে ও ডাটাবেইজ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী বাস্তবায়নে/ বিলম্ব হবে যার দায়ভার আপনার উপর বর্তাবে"।

০৩। মহিলা ঋণ আবেদনকারীর সিআইবি প্রেরণের সময় অবশ্যই পিতার নাম লিখতে হবে যা বাধ্যতামুলক। অন্যদিকে স্বামী/স্ত্রীর নামে.. জন্য সংশ্লিষ্ট ঘরে (SPOUSE NAME) এর জায়গায় স্বামী/ স্ত্রীর নাম লিখতে হবে।
০৪। অনেক সময় কত টাকা ঋণ প্রদান করা হবে তা অর্থাৎ credit limit উল্লেখ থাকে না। অবশ্যই ঋণ গ্রহীতার সিআইবি প্রস্তাবের ফরম-১ এ credit limit উল্লেখ করতে হবে।
০৫। শাখার ফরোয়ার্ডিং/লেটার হেড প্যাডে শাখার ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই দিতে হবে। ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরের পাশাপাশি মোবাইল নম্বর এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষরের সাথে মোবাইল নম্বর লেখা বাধ্যতামুলক। ডেসপাচ নং ও তারিখ পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।
০৬। ই-মেইলে প্রাপ্ত সিআইবির প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ই-মেইলে সিআইবি প্রস্তাব প্রেরণ করে রিপোর্ট দেয়ার অনুরোধ না করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।
০৭। ব্যক্তির ক্ষেত্রে Form-1 এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Form-2 পূরণ করে পাঠাতে হবে। উল্লেখ্য, যতজন ব্যক্তি ততগুলো Form-1 সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির nid অনুযায়ী পূরণ করতে হবে, trade licence এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের নাম ও অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে মিল রেখে Form-2 পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি প্রস্তাব ফরম-২ এ trade name এর জায়গায় প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে। মূলত ট্রেড লাইসেন্স-এ যে নাম উল্লেখ থাকবে ফরম-২ এ সেই একই নাম লিখতে হবে।
০৮। বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী (প্রতিটি বানান) স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।
০৯। পূরাতণ ঋণ নবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই সিআইবি ডাটাবেইজ থাকতে হবে অন্যথায় কোন অবস্থাতেই সিআইবি ইনকোয়ারী রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে না।
১০। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে sector code-901009 এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে sector code-903040 (whole sale traders), /903050(retail traders) লিখতে হবে।
১১। ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি প্রস্তাব প্রেরণের সময় ফরম-১ ও ফরম-২ স্পষ্টভাবে ফরমগুলো পূরণ করতে হবে যাতে লেখাগুলো বোঝা যায়। অনেক সময় দেখা যায় ভোটার আইডির নামের সাথে Form-1 এর নাম মিল নেই এবং ট্রেড লাইসেন্সে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে Form-2 এর প্রতিষ্ঠানের নামের মিল নেই, ভোটার আইডিতে যে নম্বর ও জন্ম তারিখ আছে, Form-1 এর ভোটার আইডি নম্বর ও তারিখে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া ফরোয়ার্ডিং-এ প্রতিষ্ঠানের নামের মিল পাওয়া যায় না, এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাধ্যমে ফরমগুলো পূরণ করতে হবে।
১২। সর্বোপরি, ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি প্রস্তাব প্রেরণের পর শাখা প্রতিদিনই ই-মেইল চেক করে দেখবেন সিআইবি রিপোর্ট এসেছে কিনা, অনেক সময় মেইল চেক না করার কারণে অত্র বিভাগ থেকে সিআইবি রিপোর্ট প্রেরণের পরও শাখা আবার সেই একই ঋণ প্রস্তাব অত্র বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করে থাকে যা বর্জনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলী পালনে একদিকে যেমন গবেষনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টাল থেকে তাৎক্ষনিকভাবে রিপোর্ট গ্রহণ ও তা শাখায় প্রেরণ সম্ভব অন্যদিকে শাখা দ্রুততার সাথে ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

০৩/০৩/২০২০
(পারভীন আকতার)
মহাব্যবস্থাপক

প্রকা/ গবে ও পরি ৪৬(৫) অংশ-০১/২০১৯-২০/৬২৭(১১৫০) তারিখঃ ০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয় দপ্তর, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন মহাবিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয় দপ্তর, সকল বিভাগীয় কার্যালয়, বিকেবি।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (পত্রখানা ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৬। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় (পত্রের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নকল্পে অঞ্চলাধীন শাখা ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পত্রখানা পঠন নিশ্চিততকরনে মোবাইলে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৭। নথি।

০৩/০৩/২০২০
(মোঃ খোরশেদ আনোয়ার)
সহ:মহাব্যবস্থাপক (বিঃ দাঃ)